মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় ও এলাকায় মাইকিংয়ের মধ্যদিয়ে সপ্তাহ ব্যাপী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ শুরু হয়েছে। শনিবার কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ও মৎস্য কমিটির সভাপতি মোঃ দেলোয়ার হোসেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলার সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্চয় কুমার,কৃষিবিদ নজরুল ইসলাম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক নজরুল ইসলাম, কাজী মৃদুল,সুব্রত কুমার, মঈন উদ্দিন খান,ও আব্দুলা বাশার।

মংস্য কর্মকর্তা বলেন,প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ শুরু হয়েছে। যা চলবে ২৩ জুলাই থেকে ২৯ জুলাই পর্যন্ত। এরমধ্যে প্রতিদিনই রয়েছে বিভিন্ন কর্মসুচি। শনিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় ও মাইকিংয়ের মধ্যদিয় এ সপ্তাহের শুরু হয়েছে।

কোটচাঁদপুর গৃহকর্তার বিরুদ্ধে গৃহকর্মীকে আটকে রেখে মারপিটের অভিযোগ

ঝিনাইদহের কোটচাাঁদপুরে জয়নাল মন্ডল নামের এক গৃহকর্তার বিরুদ্ধে গৃহকর্মী সোমা খাতুন (২২)কে ঘরে আটকে রেখে মারপিট করার অভিযোগ উঠেছে।

খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থানীয় মডেল থানা সংলগ্ন আম বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। সোমা কোটচাঁদপুর থানা এলাকার খোকনের মেয়ে।

ভুক্তভোগী গৃহকর্মী সোমার পিতা খোকন জানায়, গেল দুই মাস হল তাঁর মেয়ে জয়নাল মন্ডলের বাড়িতে গৃহপরিচারিকার কাজ নেন। সে দুই মাস কাজ করলেও পারিশ্রমিক দেননি গৃহকর্তা জয়নাল। ওই টাকা চাওয়ায় বৃহস্পতিবার সোমার বিরুদ্ধে ১০ ভরি রৌপ্য, ১ ভরি সোনার চেইন ও নগদ ৪৫ হাজার টাকা চুরির অপবাদ দিয়ে ঘরে আটকে রাখেন গৃহকর্তা। এরপর তার উপর পাশবিক নির্যাতনও করেন জয়নাল।

তিনি আরো বলেন, এ সময় জয়নাল তার স্ত্রী-সন্তান সবাই সোমার উপর শারীরিক নির্যাতন করেন। এছাড়া থানা থেকে সাদা পোশাকধারী দুই পুলিশ সদস্যকে ডেকে নিয়ে তার হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দেয়া হয়। এরপর তারাও নির্যাতন করেন।

এদিকে সময় মত মেয়ে বাড়িতে না ফেরায় চিন্তায় পড়ি। পরে সোমার মোবাইল নাম্বারে কল করলে মোবাইল রিসিভ করেন বাড়ির মালিক জয়নাল। তিনি আমাকে তার বাড়িতে যেতে বলেন। এরপর ঘটনাস্থলে গিয়ে মেয়েকে ঘরের মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখি। পরে তারা আমাকে চুরির কথা বলেন। পরে মেয়েকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তিনি এ ঘটনার সুষ্ট তদন্ত দাবি করেন। সাথে সাথে দোষিদের বিচার ও দাবি করেন। এ ব্যাপারে তাঁর পিতা থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর মডেল থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক নাজিবুল জানান, নির্যাতনের অভিযোগে ভুক্তভোগী গৃহকর্মী বাদি হয়ে জয়নাল ও তার ছেলে জাহিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিষয়টি তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা করা হবে।

বিয়ের প্রলোভনে দিয়ে ধর্ষণ ও

জমি লিখে নেওয়ার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

বিয়ের প্রলোভন দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ধর্ষণ ও ফুসলিয়ে জমি লিখে নেওয়ার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছে প্রতারক জমির হোসেনের
(৫৫) বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নাটাবাড়ীয়া গ্রামে। আজ বুধবার বিকালে ভুক্তভোগী নারী ও তার স্বজনরা নিজ বাড়িতে সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানান।

ভুক্তভোগী নারী লিখিত বক্তব্যে জানান, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার নাটাবাড়ীয়া গ্রামের মৃত মনে মন্ডলের ছেলে জমির হোসেন ও তার সহযোগী মৃত ভাগাই মন্ডলের ছেলে কামাল হোসেন (৫০) দীঘদিন যাবৎ আমাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে গত ২৬ জানুয়ারী তারিখে ঝিনাইদহ জজ কোর্টে নিয়ে কাবিন নামায় স্বাক্ষর করার কথা বলিয়া আমার নামের নাটাবাড়ীয়া মৌজার ১৩ শতক জমি জমির হোসেনের নামে লিখিয়া নেয়।

তারপর আমাকে ঢাকায় নিয়ে যেয়ে অজ্ঞাত স্থানে রেখে দীর্ঘদিন যাবৎ অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক করতে থাকে। পরে আমি বিষয়টি বুঝতে পেরে বিবাহের কথা বললে আমাকে রেখে কামাল হোসেন সহায়তায় জমির পালিয়ে যায় এবং দীর্ঘদিন আমার কোন খোজ খবর নেয় না।

তিনি আরও বলেন গত ২০ মে আমি বহু কষ্টে ঢাকা থেকে গ্রামে ফিরে এসে গ্রামে বসবাস করতে থাকি এ অবস্থায় জমির হোসেন ও তার সহযোগী কামাল এর সন্ত্রাসী বাহিনী আমাকে বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরণের হুমকী ধামকী দিয়ে আসছে। এমনকি আমি বাড়ী না ছাড়লে আমার ছেলে মেয়েদেরসহ আমাকে জানে মেরে ফেলার হুমকী দিচ্ছে। বিষযটি বিভিন্ন গণমাধ্যমে তুলে ধরার জন্য তিনি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছেন বলেও জানান।

এবিষয়ে তিনি গত ৬ জুলাই ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। থানার দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত পরিদর্শন কর্মকর্তা বলেন, আমরা একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি বিষটি তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

স্থানীয় ভুক্তভোগীর স্বজনরা জানান অতি দরিদ্র পরিবারে মেয়ে সুফিয়া বেগম এই জমিটুকুই তার সম্বল। প্রতারক জমির হোসেন ফুসলিয়ে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তার শেষ সম্বলটুকুও লিখে নিয়েছে। তারা আরও

বলেন, এই প্রতারক জমির হোসেন এর আগেও ৫/৬টি বিয়ে করেছে এটা তার এক ধরণের ব্যবসা। বিষয়টি তদন্ত করে জমির হোসেন ও তার সহযোগী কামালকে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

জমি কিনে বে-কায়দায় কোটচাঁদপুরের লক্ষিকুন্ড-বালিয়াডাঙ্গা ইক্ষু ক্রয় সমিতির সদস্যরা

জমি কিনে বে-কায়দায় পড়েছেন লক্ষিকুন্ড-বালিয়াডাঙ্গা ইক্ষু ক্রয় সমিতির সদস্যরা। মালিক বিক্রিত জমি রেজিষ্ট্রি না করে দিয়ে দখল করার নীল নকশা করছেন বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। এ অবস্থা চলছে কোটচাঁদপুর উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে।

সমিতির সাবেক সভাপতি আব্দুল মুকিত খান বলেন,১৯৯১ সালের দিকে সাবদারপুর এলাকায় আখের চাষ হত বেশ । এ কারনে প্রয়োজন হয়ে পড়ে,একটা ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রের। ডাকা হয় লক্ষিকুন্ড, বালিয়াডাঙ্গা সহ ৮ গ্রামের মানুষকে। সিদ্ধান্ত হয় ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্র করার। এরপর চলে জমির খোঁজ।

সে সময় জমির মালিক মঈন উদ্দিন মন্ডল জমি দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দাবি করেন জমি বাবদ ৪৫ হাজার টাকা। এরপর সবার কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে দেয়া হয় ওই জমির মালিককে। জমিটি ছিল বালিয়াডাঙ্গা মৌজার। যার খতিয়ান নাম্বার ২০৯, আর দাগ নাম্বার ৫১। জমির পরিমাণ ছিল ৬৩ শতক।

ঐই জমিতেই প্রতিষ্ঠা করা হয় লক্ষিকুন্ড- বালিয়াডাঙ্গা ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রটি। এরপর ওই জমি রেজিষ্ট্রি করার জন্য বললে,জমির মালিক বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে কাল ক্ষেপন করতে থাকে। কিছু দিন পর তিনি মারা যান। এরপর ওই জমির ওয়ারিশগণরা জমি রেজিষ্ট্রি না করে দিয়ে দখল নিতে নীল নকসা করতে থাকেন। এ অবস্থায় বিষয়টি নিয়ে আমরা

আদালতের শরাপন্ন হই। যা এখনও আদালতে চলমান রয়েছে। এরপরও তারা জমি দখল নিতে বিভিন্ন টাল-বাহানা অব্যহত রেখেছেন।

এ ব্যাপারে জমির মালিকের ছেলে চুটিয়ার রহমান জানান, ওই জমি আমার পিতা তাদের কাছে বিক্রি করেনি। তিনি মিলের সঙ্গে ভাড়ার চুক্তি করেছিলেন। সে চুক্তি নামা আমাদের কাছে আছে। চুক্তি অনুযায়ী প্রতি মাসে ২৫ শ টাকাও আমরা নিয়ে থাকি। তবে জমি নিয়ে মামলা হওয়ার পর, মিল পক্ষ ভাড়া দিচ্ছে না। আর আমরাও জোরাজুরি করছিনা।

তিনি আরো বলেন, ওই জমির নিয়ে যে,মামলা আদালতে চলছিল, তাঁর রায়ও আমরা একবার পেয়েছি। এরপরও আমরা দখলে যেতে পারছিনা।কারন তারা ক্ষমতা দেখিয়ে দখল করে রেখেছেন।

বিষয়টি নিয়ে সাবদারপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান জানান, ঘটনাটি আমি জানি। তবে তারা এ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কেউ আমার কাছে আসেনি। আসলে বসে মিমাংসা করা যায় কিনা দেখা যেতে পারে।

শৈলকুপাতে প্রথা ভেঙ্গে কনেযাত্রী এলেন বরের বাড়ী

বিয়ের প্রচলিত প্রথা ভেঙ্গে আবারো কনে ইতি সেলিনা এলো বিয়ে করতে বর সাংবাদিক এম এ মালেক শান্ত’র বাড়ি। ইতোমধ্যে এই বিয়ে নিয়ে এলাকায় তৈরী হয়েছে নানা আলোচনা ও সমালোচনা।

আজ বুধবার (১৩ জুলাই) শৈলকুপা উপজেলা পরিষদের আবাসিক এলাকার ইউএনও”র গাড়ী চালক আব্দুল কাদেরের মেয়ে ইতি সেলিনা ও একই জেলার মনোহরপুর গ্রামের সামসুদ্দিন লস্করের পুত্র দীপ্ত টিভির সাংবাদিক এম এ মালেক শান্তর এই অসম বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দেশীয় সংস্কৃতির চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী বর আত্মীয়-স্বজনসহ অন্যান্য সহযাত্রীদের নিয়ে কনের বাড়ী যান বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে। কনে ইতি সেলিনা এক্ষেত্রে তার সহযাত্রীদের নিয়ে বরের বাড়ীতে হাজির হন বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে।

প্রথাগতভাবে বিয়ের অনুষ্ঠানস্থলের প্রবেশমুখে যেভাবে বরকে বরণ করা হয়, তেমনি এই বিয়েতেও কনেকে ফুলের মালা পরিয়ে, মিষ্টি খাইয়ে বরণ করে নেন বরপক্ষের আত্মীয় স্বজন।

এরপর বর কনে আসনে বসে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন। সব অতিথিদের আপ্যায়ন করানো হয় এবং কনে থেকে যান ছেলের বাড়ীতে।

ব্যতিক্রমধর্মী এই বিয়ের অনুষ্ঠানকে ঘিরে স্থানীয়দের মধ্যে উৎসাহের কমতি ছিলনা । বিয়ের অনুষ্ঠান দেখতে বরের বাড়ীতে যেমন উৎসাহী জনতা ভিড় ছিল তেমনি কনের বাসাতেও অনেক মানুষ জড়ো হন ।এই প্রথার বাইরের বিয়ের প্রস্তাবটি আসে মূলত বর শান্তর পক্ষ থেকে। তারা চেয়েছেন এই বিয়ের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে।

এ ব্যাপারে কনে সেলিনা বলেন “ছেলেরা যদি পারে মেয়েদেরকে বিয়ে করে নিয়ে আসতে তাহলে মেয়েরা কেন পারবেনা। নতুন সিস্টেমে বিয়ে করতে পেরে আমি অনেক খুশি। প্রথমে ভেবেছিলাম এভাবে বিয়ে করবো, ঠিক হবে কিনা। কিন্তু পরে আমি রাজী হই। এমন আনকমনভাবে বিয়ে এর আগে আর কেউ করেনি। বিয়েতে এজন্য অনেক আনন্দ হয়েছে।”শুরুতে দুই পরিবারের আত্মীয়-স্বজন এবং পাড়া-প্রতিবেশী আপত্তি জানালেও পরে তারা রাজী হন এবং সাদরেই এই প্রস্তাাবকে গ্রহণ করেন।

“পুরুষ শাসিত সমাজে নারী পুরুষের সমান অধিকারের বহিঃপ্রকাশে এই প্রথা ভেঙ্গে বিয়ে করার বিষয়টিকে প্রতীকী” বলে জানিয়েছেন বর এম এ মালেক শান্ত।

এর আগে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামের এক দম্পত্তি এই প্রধা ভেঙ্গে বিয়ে করে বিশ্বব্যাপি সমালোচিত হন।

ঝিনাইদহে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর কার্যালয় উদ্বোধন

দুর্নীতি দমন কমিশনের সমন্বিত ঝিনাইদহ জেলা কার্যালয় উদ্বোধন

ঘোষণা করা হয়েছে। রবিবার দুপুরে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের পাশে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে এই অফিস এর কার্যক্রম শুরু করা হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দুদক কার্যালয়ের উদ্বোধন ঘোষণা করেন দুদক’র মহাপরিচালক (আইসিটি ও প্রশিক্ষণ) এ কে এম সোহেল।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশনের খুলনা বিভাগীয় পরিচালক মঞ্জুর মোর্শেদ, জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম, পুলিশ সুপার পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম পিপিএম, জেলা পরিষদের সচিব রেজাই রাফিন সরকার।

সমন্বিত জেলা কার্যালয় উদ্বোধন শেষে জেলা প্রশাসক মনিরা বেগমের সভাপতিত্বে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নতুন দুদকের কার্যালয় উদ্বোধন শেষে জানা যায়, ঝিনাইদহ কার্যালয় হতে ঝিনাইদহসহ চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরা জেলা দুদকের কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

আলোচনা সভায় দুর্নীতি দমন কমিশনের মহাপরিচালক (আইসিটি ও প্রশিক্ষণ) একেএম সোহেল বলেন ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত না করে সঠিক তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করবেন। দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে ঝিনাইদহসহ রবিবার ১২টি জেলায় দুদকের নতুন কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুর রথের মেলায় এসে খোয়া গেলো শখের মোটরসাইকেল

ঝিনাইদহ কোটচাঁদপুর রথের মেলায় বেড়াতে এসে এক যুবকের ১৫০ সিসির একটি পালসার মোটরসাইকেল চুরি হয়ে গেছে। শুক্রবার (১ জুলাই) বিকালে পৌর শহরের সলেমানপুর রথখোলা প্রাইমারী স্কুলের পিছন

থেকে মোটরসাইকেলটি চুরি হয়ে যায়।ভুক্তভোগী যুবকের নাম মোঃ মেহেদি হাসান (১৯)।

তিনি জীবননগর উপজেলার মাধবপুর গ্রামের মোঃ জমির উদ্দীনের ছেলে। ভুক্তভোগী মেহেদী হাসান জানান, শুক্রবার বিকাল বেলা আমার দুই-বন্ধুর সাথে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হই। কোটচাঁদপুর পৌর শহরের সলেমানপুর রথখোলার রথের মেলা দেখার উদ্দেশ্য এসেছিলাম।

মেলায় পৌঁছে মোটরসাইকেটি রথখোলার প্রাইমারী স্কুলের পিছনে রেখে তিন’বন্ধু মেলার ভেতরে প্রবেশ করি ।এর কিছু পরে বাইরে এসে দেখলাম আমার মোটরসাইকেলটি সেই স্হানে নেই। প্রায় তিন মাস আগে জীবননগর বাজারের একটি শোরুম থেকে মোটরসাইকেলটি কিনেছিলাম বলেও জানান তিনি।

তিনি আরো জানান আমার ব্যবহৃত পালসার ১৫০ সিসি কালো রংয়ের লাল বর্ডার,যাহার চ্যাসিস নং PSUAIICYXMTF21723,ইঞ্জিন নং DHXCMD28880 নতুন গাড়ী রেজিষ্ট্রেশন করা হয়নি।

এবিষয়ে কোটচাঁদপুর মডেল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে তিনি জানান।

ঝিনাইদহে কলেজ শিক্ষকদের মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা

ঢাকার আশুলিয়ায় হাজী ইউনুস আলী স্কুল এন্ড কলেজের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক উৎপল কুমার সরকারকে বর্বরোচিত হত্যা এবং নড়াইল সদরের মির্জাপুর ইউনাইটেড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বপন কুমার বিশ্বাসসহ সারাদেশে শিক্ষক লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার (৩০জুন) সকাল ১১টায় ঝিনাইদহ সদরের ডাকবাংলা বাজারে আঃ রউফ ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রদের মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কলেজের অধ্যক্ষ জে,এম. রবিউল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং প্রভাষক

শাহানুর আলম এর পরিচালনায় প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ বিবেকানন্দ তরফদার, সহকারী অধ্যাপক খুরশিদ মোহাম্মদ সালেহ, সহকারী অধ্যাপক জিনাত জেসমিন, সহকারী অধ্যাপক মোঃ মোদাচ্ছের আলী ও মোঃ জাহাঙ্গীর আনামসহ অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন আশুলিয়ায় কলেজের প্রভাষক উৎপল কুমার সরকার কে স্টাম্প দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে আমরা এই ঘটনায় জড়িত একই বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির বিপথগামী ছাত্র আশরাফুল ইসলাম জিতু ও তার পিতা কে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমরা এই হত্যাকারী জিতুর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ফাঁসির দাবি জানাচ্ছি। পাশাপাশি নড়াইল ইউনাইটেড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বপন কুমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে পুলিশ প্রশাসনের সামনে গলায় জুতার মালা দিয়ে লাঞ্ছনাকরাসহ সারাদেশে শিক্ষক নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

এছাড়া এসব ঘটনার সাথে জড়িত ও ইন্ধন দাতাদের বিচারের আওতায় আনার জোর দাবি জানান বক্তারা।

হরিণাকুণ্ডুতে সড়ক দূর্ঘটনায় নারীর মৃত্যু

হরিণাকুন্ডু উপজেলার গোপীনাথপুর গ্রামে পাখি ভ্যান থেকে পড়ে ফরিদা খাতুন (৪০) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন।

নিহত ফরিদা খাতুন গোপীনাথপুর গ্রামের মোঃ উকিল উদ্দিনের স্ত্রী।

আজ মঙ্গলবার (২৮ জুন) বেলা আনুমানিক ১০ টার সময় তাহেরহুদা উত্তরপাড়া নামক স্থানে এ সড়ক দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহতের স্বামী উকিল উদ্দীন জানান, সে গোপীনাথপুর থেকে ভবানীপুর যাবার সময় তাহেরহুদা উত্তরপাড়া নামক স্থানে পাখি ভ্যান থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পাই।

তাকে উদ্ধার করে হরিণাকুন্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হলে কর্তব্যরত ডা: জামিনুর রশিদ চিকিৎসা দেন। সেখানে তার অবস্থার আঅবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। কুষ্টিয়া নেওয়ার পথে মারা যায় সে।

ঝিনাইদহে পদ্মাসেতু উদ্বোধন উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসনের বর্ণাঢ্য আয়োজন

ঝিনাইদহে যেন উৎসবের আমেজ। চারিদিকে সাজ সাজ রব। ব্যনার ফেস্টুন আর চোখ ধাধানো আলোকসজ্জায় সেজেছে সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।

সন্ধ্য়ায় আতশবাজী ফুটিয়ে জানান দেওয়া হয় পদ্মাসেতুর উদ্বোধনের খবর। মানুষের মুখে মুখে পদ্মাসেতুর জয়গান। আর এভাবেই ঝিনাইদহে পদ্মাসেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

পদ্মাসেতু উদ্বোধন উপলক্ষে ঝিনাইদহে আয়োজন করা হয় বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শনিবার সকালে শহরের প্রেরণা একাত্তর চত্বর থেকে শোভাযাত্রা বের করা হয়।

এতে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরসহ সামাজিক সংগঠন অংশ নেয়। শোভাযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বরে এসে শেষ হয়। পরে পুরাতন ডিসি মুক্তমঞ্চে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সংসদ সদস্য আব্দুল হাই, জেলা প্রশাসক মনিরা বেগম, পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম, জেলা পরিষদের প্রশাসক কনক কান্তি দাস, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাবেক কমান্ডার মকবুল হোসেনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও দিনভর নানা অনুষ্ঠান মালা, আতশবাজি উৎসব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে পালিত হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

পদ্মাসেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখতে গ্রাম থেমে আসে শহিদুল। তিনি সঙ্গে এনেছেন তার ছোট মেয়েকে। ব্যাপারীপাড়ার কমলা বেগন তার

ছোট নাতিকে নিয়ে আলোকসজ্জা দেখিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। মুখে অস্ফুট হাসি। অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি প্রতিকী পদ্মাসেতু দেখতে শহরের পায়রা চত্বরে যান।

এ ভাবে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ঝিনাইদহ শহরে ছুটে আসেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দেখতে। সব শ্রেনী পেশার মানুষের অংশগ্রহনে জেলা প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানটি উৎসবে পরিণত হয়।